Bismillahir Rahmanir Raheem

দি মেসেজ

ISE
Institute of Social Engineering, Canada
www.isecanada.org

www.themessagecanada.com

The Message

VOLUME 2, ISSUE 4 NOV - DEC, 2008

ক্যানাডায় সন্তানকে মানুষ করার পিছনে বাবা-মায়ের ভূমিকা

বাবা-মায়ের আচরণ সন্তানদের মনে প্রভাব ফেলেঃ

১) আপনারা স্বামী-স্ত্রী কি সন্তানদের সামনে ঝগড়া-ঝাটি করেন?
২) আপনারা কি একে অপরকে রাগের মাথায় গালাগালি করেন বা জিনিসপত্র ভাঙ্গেন?
৩) আপনারা স্বামী-স্ত্রী কি সন্তানদের সামনে মিথ্যা কথা বলেন?
৪) আপনারা কি একজন আরেক জনের বদনাম সন্তান বা অন্যের নিকট করেন?
৫) আপনারা সন্তানদের দিয়ে কি মিথ্যা কথা বলান?
৬) আপনারা কি অবৈধ ইনকাম এর সাথে জড়িত?
৭) আপনারা কি টিভিতে আপত্তিকর কিছু দেখেন?
৮) আপনারা কি সন্তানদের গায়ে হাত তুলেন?

এ যুগের ছেলে-মেয়েরাঃ

১) বাবা-মার চেয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সিদ্ধান্তকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে।
২) ইন্টারনেটকেই সকল রিক্রিয়েশনের আধার মনে করে।
৩) বলিউড আর হলিউডকে সকল বিনোদনের হেডকোয়ার্টার্স মনে করে।
৪) টিভি চ্যানেলগুলোকে একমাত্র সুস্থ ও স্বাভাবিক শিক্ষার উৎস বলে মনে করে।
৫) ক্যানাডিয়ান এবং আমেরিকান আইডলকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্যই দর্শনীয় অনুষ্ঠান বলে মনে করে।
৬) ইউরোপ-আমেরিকাকে সভ্যতা আর মানবাধিকারের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত তীর্থস্থান বলে মনে করে।
৭) ইসলামকে টেররিজম বলে মনে করে।

বাকী অংশ ৭ম পাতায়

Islamic Course Can Build Your Kid's Character

What is Almaghrib?: To study overseas is indeed a very enriching experience, but not everyone is blessed with such an opportunity. Our hectic schedules often sideline our in-depth study of Islam. It is for this reason that AlMaghrib Institute was established, and has dedicated itself to providing courses on Islam in a six-day, two weekend, intensive seminar format. These trademark double-weekend university-style seminars carry students toward a bachelor's degree in the Islamic Studies.

Following the 'seminar' style of education, AlMaghrib takes the traditional semester long course, beautifully condenses it into six days, and produces an Islamic educational experience that is unique. Our aim is to empower Muslims, two weekends at a time, to carry the message of Allah and His Messenger. Alhamdulillah, AlMaghrib Institute currently has the largest Islamic Studies student body in North America!

AlMaghrib seminars are fun, engaging, and information-packed. Seminars are presently conducted in over ten U.S. cities and four cities in Canada. Attending a seminar means being surrounded by energized students and being taught, live and in person, by an AlMaghrib certified instructor. AlMaghrib Institute's admissions and enrollment policies do not discriminate on the basis of race, religion, national origin, color, sex, age, disability, or other status protected by law. AlMaghrib Institute is a 501(c)(3) nonprofit organization candidate.

See Last Page

Ayah From The Qur'an

📖 **O you who believe! Let not your riches or your children divert you from the remembrance of Allah.** ***[Al-Munafiqun :9]***

📖 হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন কখনো তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে না দেয়। *(আল-মুনাফিকুন ৪৯)*

INSIDE

বন্ধুত্ব করবেন কার সাথে ?	2	শয়তানের ফাইনাল মিশন ...	5
নিউইয়র্কে প্রকাশ্য রাস্তায় জুতাপেটা	3	ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হালাল রুজী ...	6
আমাদের কালচার	4	অবৈধ উপায়ে অর্থ দান করলে কোন কাজে আসবে না...	6
সংঘবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনীয়তা	5	কার জন্য এই এতো কষ্ট? ...	6

বন্ধুত্ব করবো কার সাথে?

রাসূল (সাঃ) এর একটা হাদীসের ভাবার্থ দিয়ে আলোচনাটা শুরু করা যাক। তোমার বন্ধু যদি হয় কামার তাহলে তুমি মাঝেমধ্যেই তার দোকানে গিয়ে আড্ডা দেবে, আর কিছুটা হলেও কামারের দোকানের কয়লার কালি তোমার জামা কাপড়ে লাগবেই। আর তোমার বন্ধু যদি হয় আতরওয়ালা, তাহলেও তুমি মাঝেমধ্যেই তার দোকানে গিয়ে আড্ডা দেবে, আর কিছুটা হলেও তোমার জামা-কাপড়ে আতরের ছিটে-ফোঁটা লাগবেই এবং তোমার শরীর দিয়ে আতরের ঘ্রাণ আসবে।

আমার মনে হয় পাঠকবৃন্দ এতেই বুঝে গেছেন আপনার করণীয় কি বা কার সাথে সম্পর্ক করবেন। আপনার বন্ধু যদি হয় মদখোর তাহলে একদিন না একদিন হলেও সে আপনাকে বারে ঢুকিয়ে ছাড়বে অথবা সে যদি হয় জুয়ারী তাহলে সে আপনাকে একদিন হলেও ক্যাসিনোতে ঢুকিয়ে ছাড়বে। আবার আপনার বন্ধু যদি হয় নামাযী তাহলে সে কোন না কোন একদিন আপনাকে মসজিদে নিয়ে ছাড়বে।

আবার আপনার স্ত্রীর বান্ধবী যদি হন পর্দানশীন তাহলে আপনার স্ত্রীও হয়তো একদিন হবেন পর্দানশীন। আবার আপনার স্ত্রীর বান্ধবী যদি হন ইসলামিক মাইন্ডেড তাহলে যখন তারা গল্প-গুজবে বসবেন তখন তারা আলোচনা করবেন কুরআন থেকে, হাদীস থেকে অর্থপূর্ণ বিষয় নিয়ে। আবার আপনার স্ত্রীর বান্ধবী যদি হন হিন্দি সিনেমার পোকা, তাহলে তারা এই অখাদ্য-কুখাদ্যের ক্যাসেট বা ডিভিডি আদান-প্রদান করবেন।

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে একটি ঘটনা সংক্ষেপে তুলে ধরছি। স্বামী-স্ত্রী ক্যানাডা এসেছেন ল্যান্ডেড ইমিগ্র্যান্ট হয়ে। দুজনেই হাইলি কোয়ালিফাইড, স্ত্রী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং বিসিএস-এও চান্স পেয়েছেন। বাংলাদেশী ভদ্রপরিবার হিসাবে আমাদের সাথে পরিচয় হয় এবং সেই সাথে বন্ধুত্ব। কিছুদিন পর স্বামী-স্ত্রী দুজনে আমাদের নিকট ১২ হাজার ডলার ধার চান তিন মাসের জন্য। আমরাও উপকারের নিয়তে তাদেরকে ১২ হাজার ডলার ধার দেই। কিন্তু তিন মাস চলে যাওয়ার পরও তারা ডলার ফেরত দেয়ার নাম নেন না। আমরাও সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য তাদেরকে টাকাটা প্রতিমাসে কিস্তিতে দিয়ে পরিশোধ করার সুযোগ দেই। এভাবে তারা ৪ হাজার ডলার পর্যন্ত পরিশোধ করে। এবং দুই বছর পরে হঠাৎ একদিন বলে তারা বাংলাদেশে চলে যাচ্ছেন একেবারে এবং দেশে গিয়ে বাকি টাকা পরিশোধ করবেন। দেশে আমরা তাদেরকে চিনি না এবং ক্যানাডাতেই তাদের সাথে পরিচয়।

যা হোক তারা আর বাকী ৮ হাজার ডলার কিছুতেই দিতে পারবেন না, সোজা কথা। ফোন করলে সাধারণতঃ ফোন রিসিভ করেন না এবং টাকার কথা বললে রাগা-রাগী করেন। হঠাৎ একদিন দুজনে আমাদের বাসায় এসে হাজির। প্রস্তাব দিলেন আমাদের বাকী সব টাকা পরিশোধ করে দিবেন। কিন্তু কিভাবে? ওনারা ব্রোকার ধরেছেন, দুই নাম্বারী কাগজ পত্র দিয়ে ব্যাংক থেকে ৫০ হাজার ডলার লোন করানোর চেষ্ট করছেন কিন্তু সেজন্য তাদের একজন গ্যারান্টর প্রয়োজন। কারণ অনেক আগেই দুজনই নিজেদের সবগুলো ক্রেডিট কার্ড এবং লাইন অব ক্রেডিট থেকে সব ডলার তুলে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং টাকা ফেরত না দেয়ার জন্য তাদের ক্রেডিট হিস্ট্রি খারাপ হয়ে গেছে। তাই আমাকে অনুরোধ করছেন গ্যারান্টর হওয়ার জন্য। এই ৫০ হাজার ডলার লোন পেলে সেখান থেকে আমার ৮ হাজার ডলার ফেরত দিবেন এবং বাকি ৪২ হাজার ডলার আর ফেরত না দিয়ে একেবারে দেশে চলে যাবেন এবং বুক ফুলিয়ে আরো বলেন যে, এরা কাফের এ দেশের টাকা মারলে কোন অসুবিধা নাই।

এই দেখুন বন্ধুত্বের নমুনা, দেখুন বন্ধুর চরিত্র! এতো গেল একজনের উদাহরণ, এরকম বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন ক্যাটেগরির বন্ধু পাবেন জীবন চলার পথে। যা হোক আপনি যাদের সাথে উঠা-বসা করেন তাদের মন-মানসিকতা কি ধরণের, তাদের নীতি-নৈতিকতার মান কতটুকু? তাদের আল্লাহর প্রতি ভয় কতটুক? এসবের উপর আপনার এবং আপনার সন্তানদের চরিত্র গঠনও নির্ভর করে। নির্ভর করে আপনার পারিবারিক শান্তি। শুধু উচ্চ শিক্ষিত হলে বা অনেক টাকা-পয়সা আয় করলে বা দামী দামী গাড়ী চালালে বা নামকরা ব্র্যান্ডের কাপড়-চোপড় পরলেই ভদ্রলোক হওয়া যায় না। আল্লাহর দৃষ্টিতে সেই প্রকৃত ভদ্রলোক যে তার দৈনন্দিন কাজে প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে সেই কাজ সম্পাদন করে, যাকে কুরআনের ভাষায় বলে তাকওয়া। আর আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হচ্ছে প্রতিটি কাজ আল্লাহ যেভাবে করতে বলেছে ঠিক সেইভাবে করা। অর্থাৎ আমার নিজের মন-মর্জি মতো করলে চলবে না।

তাই বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করুন। খোদা-ভীরু, নামাযী ও পর্দানশীন লোকের সাথে চলুন। কোন এক হাদীসে আছে, মানুষ তাদের বন্ধুর স্বভাব অনুযায়ী হয়, আর অসৎ বন্ধু জাহান্নামের দিকে টানে। কারণ বন্ধুর প্রভাব কিছুটা হলেও আপনার উপর পড়বে।

আর একটি উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা শেষ করছি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ক্যানাডায় বসবাসরত হাজব্যান্ড-ওয়াইফ দিন কাটাচ্ছেন সুখেই। দেশ থেকে হাজসব্যান্ডের প্রাণপ্রিয় বন্ধু (ব্যাচেলর) আসেন নতুন ইমিগ্র্যান্ট হয়ে। বন্ধুর বাসার লিভিং রুমেই থাকার ব্যবস্থা হয় সেটল না হওয়া পর্যন্ত। বন্ধুর স্ত্রীর গতানুগতিক সামাজিকতার মধ্য দিয়েই স্বামীর বন্ধুর আপ্যায়ন করে যাচ্ছিলেন। শয়তান তো আর বসে নেই, যা ঘটাবার তাই ঘটিয়ে দিয়েছে খুব দ্রুত। বন্ধুর স্ত্রীর সাথে প্রাণপ্রিয় বন্ধুর দৈহিক সম্পর্ক, তারপর ছাড়াছাড়ি। গেইম ওভার। এই হলো প্রাণপ্রিয় বন্ধুর উপহার। যাহোক মহান আল্লাহ আমাদের চেয়ে অনেক ভাল বুঝেন, তাই তিনি পর পুরুষ এবং পরস্ত্রীর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দিয়েছেন, যারাই এটা অতিক্রম করবে তারাই মহাবিপদে পড়বে। দেখুন নিজ ঘরে খাল কেটে কুমির এনেছেন স্বামী নিজে। অতএব স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর কোন বন্ধুকে আপনার ঘরে আসার পথ বন্ধ করুন। আপনার স্বামীকেও সেটি করতে দেবেন না। সূরা ২৫ ফুরকানের ২৭, ২৮, ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেনঃ

"সেদিন যালেম ব্যক্তি (ক্ষোভে দুঃখে) নিজের হাত দুটো দংশন করতে করতে বলবে, হায়! আমি যদি দুনিয়ায় রাসূলের সাথে (দ্বীনের) পথ অবলম্বন করতাম! দূর্ভাগ্য আমার, আমি যদি অমুককে (নিজের) বন্ধু না বানাতাম! আমার কাছে (দ্বীনের) উপদেশ আসার পর সে তা থেকে আমাকে বিচ্যুত করে দিয়েছিলো; আর শয়তান তো (হামেশাই) মানুষকে (বিপদের সময় একলা) ফেলে কেটে পড়ে।" এবং সূরা ৪১ আয যুখরুফের ৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ আরো বলছেনঃ *"সেদিন (দুনিয়ার) বন্ধুরা সবাই একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে, অবশ্য যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করেছে তাদের কথা আলাদা।"*

---- *আবু জারা, টরন্টো*

নিউইয়র্কে প্রকাশ্য রাস্তায় জুতাপেটা

----- *খবর এনা নিউইয়র্ক*

ঘটনাঃ সময় রাত সাড়ে ৯টা। তারিখ ১৪ জুলাই ২০০৮। স্থান ৮২ স্ট্রিট, রুজভেল্ট, নিউইয়র্ক সিটি। সালোয়ার-কামিজ পরিহিতা মধ্য-বয়েসী একজন মহিলা জুতাপেটা করছেন সমবয়েসী এক পুরুষকে। পুরুষটির মুখে জুতা মারতেও কৃপণতা করছেন না। পথচারীরা নির্বাক। এক পর্যায়ে জুতা পেটাকে আমলে না নিয়ে ভেজা বেড়ালের মতো লোকটি দ্রুত পায়ে কেটে পড়লেন। ৩ থেকে ৫ মিনিটের এ দৃশ্য। তবে এটি কোনো নাটক বা সিনেমার জন্য নয়, একেবারে বাস্তব একটি ঘটনা। ভদ্র মহিলার চোখে পানি। মুখে অশ্রাব্য গালাগালি। কাছে যেতেই শোনা গেল বাংলা ভাষা। প্রচণ্ড উত্তেজনায় মহিলাটি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন বলে মনে হলো। মহিলাটির মুখে শোনা গেল, দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষেছি, সংসার ছাড়লাম যার জন্য, সে কি না এখন অন্য মেয়ে নিয়ে ঘোরাফেরা করে!

স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় ভাগ্য গড়তে আসা বাংলাদেশীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এমন পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। আমেরিকায় বাংলাদেশীদের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে খ্যাত কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসের এই কুৎসিত চেহারা এখন আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশীদের অনেকেই এহেন ঘটনাবলী সম্পর্কে কমবেশি অবহিত। ভেতরে ভেতরে ঘৃণাবোধ চাঙ্গা হচ্ছে হীনপথে পা বাড়ানোদের বিরুদ্ধে। এ এলাকার এক দম্পতি অনেক চেষ্টা করেছেন সন্তানের জন্য। কিন্তু সম্ভব হয়নি। এ জন্য দায়ী হলেন স্বামী নিজেই। কিন্তু তা তিনি কখনোই স্ত্রীকে জানাননি। কয়েক মাস আগে ওই মহিলার গর্ভে সন্তান দেখা দিলে স্বামীর সাথে তুমুল ঝগড়ার এক পর্যায়ে পুলিশ ডাকাডাকি, স্বামীর হাজতবাস, সংসার খান খান। সঙ্ঘবদ্ধ প্রতারকচক্রের শিকার ওই মহিলা কুইন্সের বিত্তশালী ব্যক্তির রক্ষিতা হিসেবে দিনাতিপাত করছেন বলে সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে।

সঙ্ঘবদ্ধ প্রতারক চক্রের খপ্পরে পড়ে ভাংগা সংসারের মহিলা বা পুরুষদের কেউ কেউ পাশ্চাত্যের গড্ডালিকাপ্রবাহে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। বিবাহিত বা তালাকপ্রাপ্তদের সাথে ইদানীং জড়িয়ে পড়েছে স্কুল-কলেজগামীরাও। এপার্টমেন্ট ভাড়া করে কিংবা নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বেসমেন্টে দেহ-ব্যবসার পাশাপাশি খদ্দেরের মনোরঞ্জনের জন্য কখনো কখনো আটলান্টিক সিটি বা নায়াগ্রা ফল্‌সেও যাচ্ছেন ওই সব মহিলা। অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, পাত্র-পাত্রী চাই বিজ্ঞাপনের ফাঁদে জনৈক ব্যক্তি সর্বপ্রথম এহেন ব্যবসা (?) শুরু করেন। বিজ্ঞাপণে সাড়া দেয়ার পর লোকটি ফোনে যাবতীয় তথ্য জেনে নেন। একই সাথে পাত্র-পাত্রীর আকাঙ্ক্ষা এবং দুর্বলতার দিকটিও আয়ত্তে নেয়া হয়। এভাবে কিছু দিন কথা বলার পর ঘনিষ্ঠতা একটু বাড়লেই পাত্র-পাত্রীকে আর্থিক টোপ দেয়া হয়। বিয়ে তো জীবনে একবারই হয়, তার আগে নিউইয়র্কের আমেজ উপভোগ করে নিন, এমন প্রস্তাবের সাথে দেয়া হয় মোটা অঙ্কের অর্থের টোপ। জানা গেছে, পাত্র-পাত্রী চাই বিজ্ঞাপনে অধিকাংশ সময়ই ডিভোর্স বা ত্রিশোর্ধ উল্লেখ করা হয় এবং এটাই হচ্ছে দেহ-ব্যবসায়ী সংগ্রহের প্রথম ধাপ।

উল্লিখিত অঞ্চলের অনেক এপার্টমেন্টে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হলেই ওই সঙ্ঘবদ্ধ চক্র বেছে নেয় পরিবারটিকে। স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে এবং স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে এমনভাবে ক্ষেপিয়ে তোলে যে সংসার টিকিয়ে রাখা দায় হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দিনে দিনে ওই চক্রের দালাল বিস্তৃত হয়েছে অনেক এপার্টমেন্ট ভবনেই। অনুসন্ধানকালে জানা যায়, জুতাপেটা খাওয়া লোকটি এসেছেন লসএঞ্জেলেস থেকে। তিনি ব্যবসা করেন। স্ত্রী রয়েছেন বাংলাদেশে। সে ব্যাপারটি গোপন করে পাত্রী চাই বিজ্ঞাপণে সাড়া দিয়ে ওই মহিলার সাথে লিভিং টুগেদার করছিলেন বেশ কয়েক মাস ধরে। কিন্তু এরই মাঝে গত ১৩ জুলাই লোকটি বন্ধ হয়ে যাওয়া একটি রেস্টুরেন্টের মহিলাকে নিয়ে যান আটলান্টিক সিটিতে। এ কথাটি গোপন থাকেনি সঙ্ঘবদ্ধ ওই চক্রের কারণে। তারা সবিস্তারে জানিয়ে দেয় তিনি যে পুরুষকে বিশ্বাস করে সব কিছু সঁপে দিয়েছেন তিনি আসলে তেমন ভালো মানুষ নন, তার অজ্ঞাতে তার চেয়ে অনেক কম বয়েসী আরেক মহিলাকে নিয়ে গেছেন আটলান্টিক সিটির ক্যাসিনোতে। এ জন্যই জুতাপেটা করেন লোকটিকে। এখন কী করবেন মহিলাটি? এভাবেই ক্রমশঃ কমিউনিটির পরিবেশ নষ্ট হতে চলেছে। অনুসন্ধানকালে আরো জানা যায়, এমন অনেক দম্পতি রয়েছেন যাদের গ্রীনকার্ড হয়নি। তারা নিজের অজান্তেই গ্রীনকার্ডের লোভে অসৎ পথে পা বাড়াচ্ছেন। কিন্তু পরে গ্রীনকার্ড পাওয়াতো দূরের কথা পতিতার অপবাদ ঘাড়ে নিয়ে এখন একাকী দিনাতিপাত করছেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বিয়ের লোভ দেখিয়ে প্রথমে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ এবং বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ানো, এক সময়ে আপত্তিকর ছবি তুলে রাখা, সুযোগ পেলে ভিডিও করা, এসবও পরিকল্পনার অংশ। পারিবারিক জীবনে নানা কারণে অসুখী নারীটিও বুঝতে পারেন না যে কতবড় প্রতারকের খপ্পরে তিনি পড়েছেন এবং এভাবে নিজকে দেহপসারিনী পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এরপর তিনি এটাকেই নিয়তি হিসেবে মেনে নেন।

এর আগে আমরা খবরের কাগজে দেখেছি যে, নিউইয়র্কের অনেক মহিলাই স্বামীকে না জানিয়ে দেশে টাকা পাঠাতো এবং সেই সুযোগ নিয়ে সোনালী একচেঞ্জ এর কর্মকর্তা মহিলাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক করার চেষ্টা করত এবং তার সাথে সম্পর্ক না করলে সে যে দেশে টাকা পাঠায় তা তার স্বামীকে জানিয়ে দেবে বলে ভয় দেখায় । পরিশেষে এভাবে অনেক মহিলাই ঐ লোকের হাতে বিপদে পড়েছে ।

ঘটনার বিশ্লেষণঃ যাহোক, দেখুন এই সকল ঘটনার মূলে কি? আমাদের কিসের অভাবে আমরা এই সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি? আমাদের নিজেদের সমস্যা কি আমরা নিজেরাই তৈরী করছি না? মহান আল্লাহ আমাদের যেভাবে চলতে বলছেন আমরা সেভাবে না চলে ইবলিস শয়তানের পরিকল্পনামতে চলছি । ইসলামিক পরিবার গঠন না করে বেহায়াপনার নামে পরিবারে নিয়ে আসছি অশান্তি । অনেকে আবার ইসলামের নাম শুনলেই নাক সিটকান! ভাবেন ব্যকডেইটেড । বিশ্বাস করুন, আল্লাহর দেয়া বিধানই দিতে পারে একমাত্র পারিবারিক শান্তি । তাই এখনও সময় আছে সঠিক পথে ফিরে আসুন, সন্তানদের কথা ভাবুন, নিজ পরিবারের কথা ভাবুন, আত্মীয়-স্বজনদের কথা ভাবুন, মৃত্যুর কথা ভাবুন, কবরের কথা ভাবুন, আখেরাতের কথা ভাবুন, দোজখের ভয়াবহ শাস্তির কথা ভাবুন । কিসের জন্য এতো কিছু করছেন ? না এই দুনিয়াতে ভাল কিছু পাচ্ছেন, না পরকালে কিছু । সাবধান হোন । এখনও সময় আছে ।

আমাদের কালচার

সংস্কৃতি ও সভ্যতা একেক দেশে একেক রকমের হয়ে থাকে। আমরা যে সংস্কৃতি হতে এসেছি তার সাথে আপনি যে দেশে এখন থাকছেন তার বিরাট পার্থক্য থাকতে পারে। সাধারণভাবে আমাদের দেশের প্রধান একটি দিক হলো রক্ষণশীলতা। পরিবার, পিতা-মাতা, ভাই-বোন সকলেই একসাথে থাকা, সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়া আমাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশ হতে লক্ষ লক্ষ নাগরিক বহির্বিশ্বে যান। যে দুটি কারণে এ বিদেশ যাওয়া হয়ে থাকে তা হলো ঃ পড়ালেখা বা উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন আর আয়-রোজগার। Undergraduate Course এ প্রতি বছর জাপান, সিঙ্গাপুর, আমেরিকা, ক্যানাডা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পড়ালেখার উদ্দেশ্যে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী দেশ ত্যাগ করে। এর মধ্যে মাত্র কয়েকশও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন না। কেউ মাঝ পথে হেরে যান, আবার কেউ এত বেশী সময় নেন যে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছা আর হয়না। যুদ্ধে হেরে গিয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত সৈনিকের মত অন্য পেশা খোঁজার চেষ্টায় থাকেন।

যে কয়টি কারণে শিক্ষার্থীগণ লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যান আর কর্মজীবীগণ তাদের আসল লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেন তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো Cultural Shock ও Adjustment সমস্যা। অর্থাৎ হঠাৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সংস্কৃতিতে এসে একজন বাংলাদেশীর পক্ষে তাল ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কিছু পিতামাতা শিশুকাল হতেই সন্তানদেরকে একটা ব্যালেন্সড বা ভারসাম্য পরিমাপে গড়ে তোলেন। চরিত্র গঠন, শিক্ষাদান, নৈতিক আচরণ-বিধি আরোপ, প্রতিকূল পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে যথার্থভাবে পথনির্দেশনা দিয়ে থাকেন। ফলে এসব সন্তানেরা বিদেশে গিয়ে পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, আত্মপরিচয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্য ও ন্যূনতম মান বজায় রেখে নিজের লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছতে পারেন। অন্যরা ব্যর্থ হন। খেই হারিয়ে ফেলেন। কেউ কেউ এমন পথ অবলম্বন করেন যা তাকে মানায় না। এমনভাবে স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে মিশে যান যে তাকে দেখলে মনেই হবে না তিনি ভিন্ন দেশ হতে এসেছেন। এভাবে বহু বিদেশগমনকারী নিজের উপর জুলুম করেন ও ক্ষতিগ্রস্ত হন।

২০০৬ সালে নেদারল্যান্ডস আইন করেছে যে, সে দেশে ইমিগ্রান্ট হতে চাইলে প্রার্থীদেরকে ২ ঘন্টার একটি ডিভিও শো দেখতে হবে। এটা দেখে প্রার্থীর কি প্রতিক্রিয়া হয় তার উপর তার আবেদনের ফলাফল নির্ভর করে। আর এ ভিডিওতে দেখানো হবেঃ একজন পুরুষ অন্য একজন পুরুষকে যৌনআবেদন দিয়ে চুমু দিচ্ছে। অর্থাৎ বুঝানো হচ্ছে যে সে দেশের সংস্কৃতিতে একজন পুরুষ আরেক পুরুষের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। এ ব্যাপারে আপনার যদি কোন ভিন্ন মত থাকে তা আপনার চোখে মুখের আবেগেই ফুটে উঠবে। আর এ আবেগ যদি হয় নেতিবাচক (Negative) তাহলে আপনি সে দেশে বসবাসের জন্য ইমিগ্রান্ট হতে পারবেন না। আরো দেখানো হবে একটি যুবতী মেয়ে নেংটাবস্থায় গোসল করছে। এভাবে আপনার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য সে দেশের সংস্কৃতির একটা চিত্র আপনার সামনে তুলে ধরা হবে। আর এ সুন্দর, ইফেক্টিভ ও ইনটেলিজেন্ট একটি পদ্ধতি আবিস্কার করেছেন সেদেশের Immigration Minister Rita Verdonk। নিজ সংস্কৃতির ব্যাপারে ইনি এতই সৎ ও আন্তরিক যে মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যখন মুসলমান নাগরিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ মন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চাইলেন তখন মন্ত্রী সাহেবা তাদের এ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে ইমামগণ তাঁর সাথে হ্যান্ডসেক করবেন না। এতে তিনি অপমান বোধ করেন। এ ইমামগণের সাথে সাক্ষাতে অস্বীকৃতিতে Netherlands এর উন্নত সংস্কৃতি রক্ষা নিশ্চিত হবে। ভিনদেশী লোকেরা তাদের দেশে এসে তাদের মূল্যবান এ সংস্কৃতি ধ্বংস করুক এটা তারা কেন চাইবে? তাই আগেভাগে এ ব্যবস্থা। ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করলাম এজন্য যে এধরনের একটি ভিডিও ইউরোপ, আমেরিকা বা ক্যানাডার মত সভ্য দেশের নাগরিকদের দেখতে হবে না। কারণ সেসব দেশের সংস্কৃতির সাথে নেদারল্যান্ডসের সংস্কৃতিক মিল রয়েছে। অর্থাৎ সেসব দেশেও পুরুষ পুরুষের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, এতে দোষের কিছু নেই। এ ভিডিও দেখতে হবে এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকার সেসব লোকদের যারা ঐ সংস্কৃতির সাথে পরিচিত নয়।

কোন কোন দেশে খোলা আকাশের নীচে নরনারীর নগ্ন সমাবেশ হয়। যেমন French city Lyon-এ ২০০৫ সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কের এক আর্টিষ্টের আহবানে ১৫০০ মানব মানবী সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ছবি তুলেছিল। এর পূর্বে ২০০৩ সালে বার্সেলোনায় হয়েছিল ৭ হাজার নেংটা মানুষের সমাবেশ। Spencer Tunick নামের এ আমেরিকান আর্টিষ্ট পৃথিবীর আরো বহু দেশে শিল্পের নামে এ নেংটা সমাবেশের আয়োজন করেছিল। যেমনঃ বেলজিয়াম, ব্রাজিল, ব্রিটেন ও নিউ ইয়র্ক। এছাড়া প্রতি বছর টরন্টোতে অনুষ্ঠিত হয় Pride Day (Gay Parade) এই প্যারেডে ছেলে-ছেলে (গে) এবং মেয়ে-মেয়ে (লেস্‌বিয়ান) অনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করে থাকে এবং এই প্যারেডে ন্যাংটো হয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে। এ হলো ক্যানাডার মানুষের শিল্প, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার মূল্যবোধ।

আবার মধ্যপ্রাচ্যের কিছু কিছু দেশে যদি যান তাহলে সেখানকার সংস্কৃতি কিছুটা ভিন্ন। সউদি আরবসহ কয়েকটি দেশে মহিলাদের তাদের সম্পূর্ণ দেহ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক। কারণ তারা যে জীবনযাপনে বিশ্বাসী সেখানে মহিলাদের সংযত পোষাক পরিধানে উৎসাহিত করা হয়। এতে করে পুরুষগণ অযথা ও অনাকাংক্ষিতভাবে কামোদ্দীপনা অনুভব করেন না। এ ছাড়াও তারা বিশ্বাস করেন যে এভাবে মহিলারা অধিক সম্মানের অধিকারী হয়। ফলে অন্য যে কোন সমাজের তুলনায় সেসব দেশের মহিলারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও সম্মানের অধিকারী। তবে দৃষ্টিকটু ঠেকবে যখন দেখবেন এ নিয়মের বিরোধীরা বিমান বন্দর ত্যাগের সময় ইমিগ্রেশন ক্রস করার পরপরই আলখেল্লা খুলে তাদের মনোমত খোলামেলা পোশাকে নিজেকে প্রকাশ করেন। আসলে নগ্ন হওয়ার জন্যে নিয়ম বা আইন করার প্রয়োজন নেই। নেংটা থাকা বা হওয়ার জন্য খুব বেশী মোটিভেশনসও লাগেনা। কিন্তু ঢেকে রাখার জন্য প্রচুর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন এবং যথেষ্ট মোটিভেশনসও লাগে। যেমন খারাপ কাজ করা যত সহজ ভাল কাজ করা তত সহজ নয়।

Ref: sarwarkabir@hotmail.com

সংঘবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনীয়তা

প্রবাসে বাংলাদেশী ভাইগণ সুশৃংখল ও সুসংঘবদ্ধ হয়ে একে অপরের সুখ ও দুঃখের অংশীদার হবেন। একটি পবিত্র উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারা সংঘবদ্ধ হতে পারেন। এটি হবে উন্নত আদর্শিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে। কেবল আঞ্চলিক অনুভূতি ও উদ্দীপনা দিয়ে যেসব সংগঠন গড়ে উঠেছিল সেগুলির অধিকাংশই (প্রায় সবই) ব্যর্থ হয়ে ঘৃণা আর বিভেদ ছড়িয়েছে। আঞ্চলিক পরিচয়কে যদি নৈতিক ও আদর্শিক রূপ দিয়ে সমন্বয় করা যায় তাহলে ঘৃণা ও বিভেদ অনেকটা দূর হয়ে যাবে।

অবচেতন মন সবসময়ই ভাল ও মন্দ উভয় বিষয়ে স্বপ্ন, পরিকল্পনা, ভাবনা ইত্যাদি চালিয়ে যায়। কোন মানুষই কেবল ভালোর সমষ্টি নয় আবার কোন মানুষই কেবল খারাপের সমষ্টিও নয়। পৃথিবীর সবচাইতে খারাপ মানুষটিও তার কম্যুনিটির জন্য কিছু করতে চায়। কিছু মানুষ সংঘবদ্ধ হয় খারাপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য, আবার কেউ ভাল কাজের পরিকল্পনা করে একত্রিত হওয়ারও চেষ্টা করে। মোট কথা আপনার মনে যে ভাল চিন্তাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে সেগুলিকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে সমমনা আরো কিছু ভালো লোক নিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে সেগুলি বাস্তবায়ন করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। এক ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করতে যে পরিমাণ সময় ও শ্রম ব্যয় করে, একই কাজ ৫-৭ জন মিলে করলে কম সময়ে ও কম কষ্টে হয়ে যায়। এতে কাজের দায়দায়িত্ব ও ভার ভাগ হয়ে বোঝা হালকা হয়। ফলে আরো ভাল কাজ করার সুযোগ থাকে। এটা দেখে অন্যরাও উৎসাহ বোধ করে।

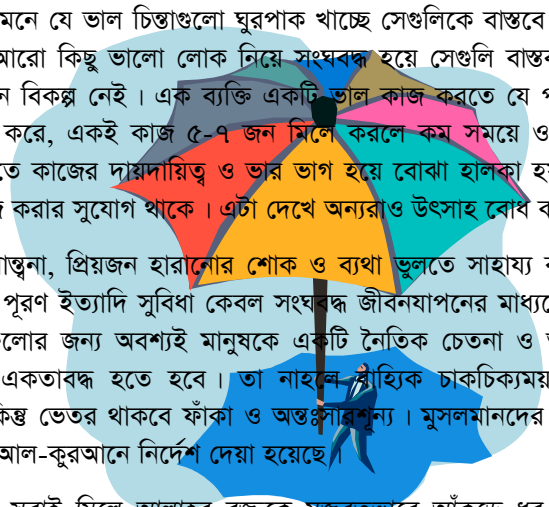

বিপদে সান্ত্বনা, প্রিয়জন হারানোর শোক ও ব্যথা ভুলতে সাহায্য করা, তাৎক্ষণিক প্রয়োজন পূরণ ইত্যাদি সুবিধা কেবল সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের মাধ্যমে পাওয়া যায়। তবে এগুলোর জন্য অবশ্যই মানুষকে একটি নৈতিক চেতনা ও আদর্শিক টানের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হতে হবে। তা নাহলে পারস্পরিক চাকচিক্যময় সম্পর্ক বজায় থাকবে কিন্তু ভেতর থাকবে ফাঁকা ও অন্তঃসারশূন্য। মুসলমানদের সংঘবদ্ধ থাকার ব্যাপারে আল-কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর, দলাদলি করো না।" (সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ ১০৩) সংঘবদ্ধভাবে হকের নির্দেশ ও অন্যায়ের নিষেধকারী দলই সফল।

"তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে যারা জনগণকে ভাল কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে; ন্যায়ের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। যারা এ কাজ করবে শুধুমাত্র তারাই সফল হতে পারবে।" (সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ ১০৪)

সংঘবদ্ধভাবে যারা হকের কাজ করে তারা সর্বোত্তম। কড়া ভাষায় শাসানো হয়েছে যে মুসলিম সমাজ যেন ঐক্যের বন্ধনে সদা আবদ্ধ থাকে। এর অন্যথা হলে শাস্তির কথাও আল-কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। ভেদাভেদ ও দলাদলি আত্মহত্যার শামিল। মুসলমানদের ইনসাফের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হয়ে আল-কুরআনের অনুসরণে জীবন যাপন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ জীবন যাপনের নমুনা মদীনার সমাজে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সহকারে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। বিশিষ্ট সাহাবী দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রাঃ) বলেছেনঃ সংঘবদ্ধ থাকা ছাড়া ইসলাম নেই।

অতএব জাগতিক উন্নতি ও আর্থিক-নৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন উভয় কারণে আপনাকে সংঘবদ্ধ হতে হবে। সংঘবদ্ধ জীবনে পরস্পর পরস্পরকে হক উপদেশ দেয়ার ব্যবস্থা থাকে। ধৈর্য ধারণের উৎসাহ দেয়া হয়। একে অপরকে গার্ড দিয়ে রাখতে পারে। ফলে ব্যক্তির জীবনে উন্নতি ও সফলতা আসতে বাধ্য, সেই সাথে পরিবারে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যও।।

Ref: sarwarkabir@hotmail.com

শয়তানের ফাইনাল মিশন

শয়তানের ফাইনাল মিশন হচ্ছে আপনি যেন শুধু কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন যাতে কুরআনের ব্যাখ্যা না বুঝেন এবং তাফসীর স্টাডী প্রোগ্রামে না যেতে পারেন। সে জন্য সে শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করে যায়, এ ব্যাপারে সে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী সিন্‌সিয়ার। যেমন ধরুনঃ প্রতি মাসের শেষ রবিবার বিকেলে ২ ঘন্টার ফিক্‌স্ট প্রোগ্রাম। কিন্তু দেখা যায় ঠিক ঐদিনই শয়তান নানারকম কাজ দিয়ে আমাকে ব্যস্ত রাখে। যেমন ধরুন ঐদিন কারো বাসায় দাওয়াত খেতে যেতে হবে অথবা কেউ দাওয়াত খেতে আমার বাসায় আসবে। অথবা শপিংয়ে যেতে হবে তা নাহলে আবার স্ত্রী মাইন্ড করবেন। অথবা ঠিক ঐদিনই সন্তানদের নিয়ে ঘুরতে যেতে হবে তা নাহলে স্ত্রী-সন্তান উভয়েই মাইন্ড করবে। অথবা ঠিক ঐদিনই বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করতে হবে অথবা গাড়ি সার্ভিসিংয়ে নিয়ে যেতে হবে অথবা কারো সাথে দেখা করতেই হবে। যতো জরুরী কাজ ঠিক ঐদিন ঐ একই সময়ে গিয়ে উপস্থিত হয়।

আবার স্ত্রীর সাথে কমিউনিকেশন গ্যাপের কারণে স্ত্রী জানেনই না যে ঐদিন স্বামী কোন ইসলামিক প্রোগ্রামে যাচ্ছে, যার জন্য স্ত্রীও তার মতো ঐদিন পারিবারিক বিভিন্ন প্রোগ্রাম সেট করে রাখেন। এছাড়া অনেক সময় স্ত্রী কুরআন এবং দ্বীন ইসলামের সঠিক মর্ম না বোঝার কারণেও স্বামীর এধরনের স্টাডী প্রোগামকে কম গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং ঝামেলা মনে করেন। তাই স্ত্রীকেও এই মহামূল্যবান প্রোগ্রামের গুরুত্ব বোঝার ব্যবস্থা স্বামীকেই করতে হবে। তানাহলে নিজ পরিবারের মধ্যে কুরআনের সঠিক বাস্তবায়নে হিমসিম খেতে হবে।

আবার আমরা যখন দেশে বেড়াতে যাই তখন ফিরে আসার সময় লাগেজ বোঝাই করে নানা রকম জিনিস নিয়ে আসি। যেমনঃ কাপড়-চোপড়, বিভিন্ন পদের আচার, শুটকী মাছ, খেজুরের গুড়, পাটা-পুতা, চাল-ডাল, কাঁথা, হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি ইত্যাদি এবং যা এখন সবই ক্যানাডাতে কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু যখনই কোন কুরআনের তাফসীর আনতে বলবেন তখন আর তার লাগেজে জায়গা হয় না। আসলে এটা তার কোন দোষ নয় ইবলিস শয়তানই তাকে এই মন্ত্র দেয় যে "এসব অপ্রয়োজনীয় বই-পত্র কেন নেবে? এটা দিয়ে তো তোমার সংসারে কোন উপকার হবে না!" একটি সত্য ঘটনার মধ্যদিয়ে আলোচনা শেষ করছি। একজন পরহেজগার ভাই দেশে বেড়াতে যাচ্ছেন, আমি তার কাছে টাকা দিয়ে দিয়েছি এক সেট কুরআন আনার জন্য। উনি যখন দেশে তখনও দুবার ফোন করে মনে করিয়ে দিয়েছি। যাহোক শেষ পর্যন্ত উনি আর কুরআন আনতে পারেননি। তবে আমার জন্য সুদূর সিলেট থেকে খাঁটি চা পাতা নিয়ে এসেছেন, এছাড়া নিজের জন্যও এক লাগেজ ভরে এনেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের সকলকে কুরআন বোঝার তৌফিক দিন, আমীন। ----

ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হালাল রুজী

ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হচ্ছে হালাল রুজী। হালাল ইনকাম সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশী জানি কিন্তু খুব সুক্ষ্মভাবে কুরআন-হাদীসের আলোকে কখনো ভেবে দেখিনি। নামাজ রোজার মতো এটিও যে একটা ফরজ ইবাদত তা আমরা সতর্কতার অভাবে ভুলে বসে আছি। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

"মানব জাতির কাছে এমন একটি যমানা আসবে যখন মানুষ কামাই রোযগারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোন পরওয়া করবে না।" (বুখারী)। তিনি আরো বলেনঃ "হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা ফরজের পরে ফরজ।" (বায়হাকী)

"শরীরের যে অংশ হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি মাংসপিন্ড জাহান্নামের-ই যোগ্য।" (আহমদ, দারেমী, বায়হাকী)

হালাল রুজী ও পরহেজগারী

সমাজে অনেকে পরহেজগার বলে পরিচিত, অনেকে নামায আদায় করতে করতে কপালে দাগ ফেলে দিয়েছেন, কেউ কেউ পরহেজগারীকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, আর কয়েকবার হজ্জের মধ্যে সীমিত করে ফেলেছেন। অনেকে চিল্লা দিতে দিতে বড় বুজুর্গ হয়ে গেছেন। অনেকে সারা রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়তে পড়তে দুই চোখ ফুলিয়ে ফেলেছেন। অনেকে ইসলামী আন্দোলন করতে করতে অনেক বড় মাপের নেতা বা নেত্রী হয়ে গেছেন। আবার অনেকে উচ্চ মাত্রার পর্দা করেও চলছেন। অথচ আল্লাহর ফরজ হুকুম হালাল রুজীর বেলায় ওনারা উদাসীন, তখন ওনারা এই সিম্পল ব্যাপারটা আর বোঝেন না। অন্যকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বেড়াচ্ছেন কিন্তু অবৈধ রুজীর সাথে হারামের আশ্রয় নিচ্ছেন।

অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দান করলে কোন কাজে আসবে না

অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দান করলে কোন কাজে আসবে না এবং অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থের যাকাত দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। বরং এ অর্থ বহন করা মানে জলন্ত অঙ্গার বহন করা। সুতরাং এ পুঁজ যত তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করা যায় আপন স্বাস্থ্যের জন্য তত ভাল।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "হারাম পথে সম্পদ উপার্জন করে বান্দা যদি তা দান করে দেয় আল্লাহ সে দান গ্রহণ করেন না। প্রয়োজন পূরণের জন্যে সে সম্পদ ব্যয় করলেও তাতেও কোন বরকত হয় না। সে ব্যক্তি যদি সে সম্পদ রেখে ইন্তিকাল করে তা জাহান্নামের সফরে তার পাথেয় হবে। আল্লাহ অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে মিটান না। বরং তিনি নেক কাজ দিয়ে অন্যায়কে মিটিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই মন্দ মন্দকে দূর করতে পারে না।" (মিশকাত)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ "কোন সম্পদের সাথে যাকাতের সম্পদ মিশ্রিত হলে তা উক্ত সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়।" (সহীহ বুখারী)

যারা লটো খেলে থাকেন!

লটারী বা জুয়া ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। আমরা অনেকে ফান করতে গিয়ে হারাম কাজের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছি। অনেকে ক্যাসিনোতে গিয়ে জুয়া খেলছি বা নিয়মিত 649 লটারী কিনছি। এক ভাইকে আমি সর্তক করতে গেলে উনি প্রতিউত্তরে আমাকে বলেছিলেন "আমি লটো খেলে মিলিয়ন ডলার পেলে অসহায় মানুষদের সেবা করব।" যা হোক, আমরা জানি দুই নাম্বারী পথের টাকা আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। আবার অনেকে মনে করেন "আমিতো সিরিয়াসলি খেলি না, শুধু ফান করার জন্য খেলি।" হারাম তো হারামই, ফান করে করলে যা সিরিয়াসলি করলেও তা। মহান আল্লাহ বলেনঃ "বলুন, তোমাদের রব তো হারাম করেছেন সকল ধরনের প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপ, অযথা বাড়াবাড়ি, আল্লাহর সাথে শরীক করা- যে ব্যাপারে কোন প্রমাণ তিনি নাযিল করেন নি। এবং না জেনে আল্লাহ সন্ধন্ধে এমন কিছু বলা।"(সূরা আরাফ ঃ৩৩)

যারা রেষ্টুরেন্ট বা বারে কাজ করেন

রেষ্টুরেন্টে কাজ করা কোন দোষের নয়। কিন্তু আপনার রেষ্টুরেন্ট যদি মদ বা হারাম কিছু বিক্রি করে থাকে বা আপনাকে যদি মদ সার্ভ করতে হয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে ভাল কাজের সন্ধান করতে হবে। এছাড়া যারা নাইট ক্লাবে বা বারে কাজ করেন তাদের এই ধরনের কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে না করাই উচিত। যারা এই ধরনের পেশায় নিয়োজিত তাদের মন খারাপের কিছু নেই, আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজ ছেড়ে দিন এবং নতুন কাজের সন্ধান করুন, ইনশাআল্লাহ আগের চেয়ে অনেক ভাল কাজ পেয়ে যাবেন। আল্লাহ আপনাদের সাহায্য করুন, আমীন।

OPEN SECRET !!!

টরন্টোতে বসবাসরত একজন ভদ্র মহিলার বক্তব্যঃ "আমার হাজব্যান্ড ভাল চাকুরী করেন একটা ক্যানাডিয়ান কোম্পানিতে, আমিও চাকুরী করতাম টিম-হরটনসে। কিন্তু দুজনে চাকুরী করার কারণে সরকার অনেক ট্যাক্স কেটে নেয় তাই আমি টিম-হরটনসের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে একটা ইন্ডিয়ান দোকানে চাকুরী নিয়েছি ক্যাশে। আমাকে আর ট্যাক্স দিতে হয় না এতে আমাদের অনেক টাকা বেঁচে যায় এবং আমরা এখন বেশ হ্যাপী।"

দেখুন এই ভদ্র মহিলা কতো সুন্দর করে একটা অন্যায় কাজকে সবার নিকট ব্যক্ত করছেন যেন এটা কোন অন্যায়ই নয় এবং এমনই করতে হয় বরং সরকারই ট্যাক্স কেটে নিয়ে আমাদের উপর জুলুম করছে।

কার জন্য এই এতো কষ্ট?

আপনি কার জন্য এই এতো কষ্ট করছেন? কার জন্য এই গাড়ি, বাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স করছেন? মনে রাখবেন যাদের জন্য আপনি আজ এই অবৈধ উপায়ের আশ্রয় নিচ্ছেন তারাই একদিন আখেরাতের ময়দানে আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে এবং বলবে আমরা তো উনাকে এভাবে আয় করতে বলিনি। সূরা মুনাফিকুন এর ৯ নং আয়াতে মহান আল্লাহ আমাদের সতর্ক করে বলেনঃ "মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়।"

---- আবু জারা, টরন্টো

---- ১ম পাতার

ক্যানাডায় সন্তানের শিক্ষা এবং আমাদের ভূমিকা

আমি কি আমার সন্তানকে নিয়ে সমস্যায় ভুগছি ?

১. আপনার সন্তান কি আপনার কথা শুনতে চায় না?
২. আপনার সন্তান কি পড়া-শোনায় অমনোযোগী?
৩. আপনার সন্তান কি দিন দিন বেয়াদব হয়ে যাচ্ছে?
৪. আপনার সন্তান কি বাজে বন্ধুদের সাথে মিশে?
৫. আপনার সন্তান কি গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড নিয়ে থাকে?
৬. আপনার সন্তান কি আপনার পকেট থেকে টাকা চুরি করে?
৭. আপনার সন্তান কি ড্রাগ এডিকশনের সাথে জড়িয়ে গেছে?
৮. আপনার সন্তান কি স্কুল ফাঁকি দিয়ে অন্য কোথাও যায়?
৯. আপনার সন্তান কি আজে-বাজে গালি দেয়?
১০. আপনার সন্তান কি ইন্টরনেটে পর্নোগ্র্যাফী দেখে?
১১. আপনার সন্তান কি সন্ধ্যার পরও বাইরে থাকে বা ক্লাবে যায়?
১২. আপনার সন্তান কি সিগারেট বা এলকোহল পান করে?

সন্তানদের ক্যানাডিয়ান বেয়াদবসুলভ আচরণে বাধা দান

☒ Who cares? ☒ I don't care? ☒ You don't know, man?
☒ You guys don't know ☒ It's not your business? ☒ F... you!
কোন আলোচনা চলা কালে এইগুলো বলার বদস্বভাব থাকলে তাৎক্ষনিক আপত্তি জানান

আমার সন্তান কি নন-ইসলামিক স্কুলে পড়ে?

মনে রাখা উচিত...

১. এখানকার স্কুলগুলোতে ছেলে-মেয়েদের আদব-কায়দা শিখানোর তেমন কোন ব্যবস্থা নেই।
২. আপনার সন্তান কো-এডুকেশনে পড়ে এবং ৮-১০ ঘন্টা বাসার বাইরে থাকে।
৩. ক্যানাডার আইনে ১৫-১৬ বছর থেকে ছেলে-মেয়েরা একে অপরের সাথে সেক্স করতে পারে।
৪. স্কুলের ওয়াশরুমে কন্ডম ভেন্ডিং মেশিন এর ব্যবস্থা আছে।
৫. এখানকার কালচার হচ্ছে, হাই স্কুল থেকেই বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড সম্পর্ক তৈরী করা।
৬. স্কুলগুলোতে পড়াশোনার চাপ নেই এবং ইসলামিক কোন সাবজেক্টও নেই।
৭. ডান্স ক্লাশ, পিয়ানো ক্লাশ ইত্যাদিতে খুব গুরুত্ব দেয়া হয়।
৮. আপনি কি জানেন তাদের ব্রেইনে খ্রীষ্টমাস, সান্তাক্লজ আর হেলোইন কালচার/কুসংস্কার বিশ্বাস স্কুল থেকেই ঢুকছে?
৯. আপনি কি জানেন ১০-১২ বছর বয়স থেকে আপনার সন্তানের উপর নামাজ ফরজ?
১০. স্কুলে জোহর এবং আসর নামাজের সময় হলে তারা কি করে? নামাজ না পড়ার দায়-দায়িত্ব কি আপনার উপর আসবে না?
১১. আপনি কি কখনো আপনার সন্তানদের ইসলামিক স্কুলে পড়ানোর কথাটা চিন্তা করেছেন?

আমাদের সাবধান হবার সময় এসেছে

১. আমাদের সন্তানেরা হয়তো আর বাংলাদেশেই যাবে না।
২. তারা হয়তো ক্যানাডা-আমেরিকাতেই সেটল করবে।
৩. ঈমান ও আকিদা টিকিয়ে রাখতে এদেরকে বিভিন্নমুখী আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে। যেমনঃ
ক) পারিবারিক কাঠামো ধ্বংস হওয়া খ) ধর্মকে ভুলে যাওয়া
গ) অসংযত জীবন যাপন ইত্যাদি।

আমার সন্তানকে কিভাবে গাইড করবো?

- ঈমানের অন্যতম দাবী হলো দ্বীন ইসলামের জ্ঞানার্জন করা।
- আপনার যদি নূন্যতম জ্ঞানই না থাকে তাহলে কিভাবে নিজ পরিবারকে দ্বীনের আলোকে গাইড করবেন?
- কিভাবে সন্তানদের অন্তরে সামান্য হলেও দ্বীনের আলো ঢুকাবেন?
- যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে, আপনার ভাসাভাসা দ্বীনি জ্ঞান দিয়ে নিজ সন্তানদের বুঝ দিতে পারবেন না।
- তারা এখন লজিক চায়, তারা দ্বীনের ইনটেলেকচুয়াল ব্যাখ্যা চায়, ইন্টারনেট এখন বড় ধরনের জ্ঞানের ভান্ডার।

সতর্কতা অবলম্বন করাঃ

✓ সন্তানের বন্ধুদের বাসায় আসতে দিন এবং আপনিও তাদের সাথে নিয়মিত মিশুন।
✓ পারসোনাল রুমে টিভি/কম্পিউটার না দিয়ে খোলা জায়গায় রাখুন
✓ মাঝে মাঝে স্কুল বা কলেজে গিয়ে খোজ-খবর নিন।
✓ সন্তানকে আপনার বিরুদ্ধে ৯১১ কল করার সুযোগ করে দেবেন না।
✓ আজকালকার আজে-বাজে হিন্দি মুভি ও সিরিয়াল নিজেরা দেখা বাদ দিন এবং শয়তানের হাত থেকে গোটা পরিবারকে রক্ষা করুন
✓ কখনোই অন্য কোন পরিবারের সাথে প্রতিযোগিতায় যাবেন না।
✓ পিতা-মাতারা ইসলামিক মাইন্ডেড লোকজনের সাথে বন্ধুত্ব করুন।
✓ বাড়িতে নিয়মিত কুরআন-হাদীসের আলোচনা ও নামাজ পড়া চালু করুন।

সন্তানের চরিত্র গঠনের শর্তঃ

১. বাসায় সুন্দর ইসলামিক পরিবেশ তৈরী করুন।
২. সবার নিকট ইসলামকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করুন।
৩. আল্লাহর সাথে সন্তানের সম্পর্ক তৈরী করুন।
৪. সন্তানের ধারণক্ষমতা বুঝে ধীরে ধীরে এগুতে থাকুন।
৫. জোর করবেন না, সব আদেশ-নিষেধ একসাথে চাপিয়ে দেবেন না।
৬. সন্তান যেন দ্বীনকে ভালোবেসে গ্রহণ করে, শাস্তির ভয়ে নয়।
৭. Islam should be fun, it can be made fun with appropriate way.
৮. রাসুল (সঃ) ও সাহাবাদের জীবনের ঘটনাকে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরুন।
৯. বাবা-মার জীবনযাপন পদ্ধতি সন্তানের সামনে অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে তুলে ধরুন। Role model হোন সন্তানদের চোখে।
১০. তাকে কেবল ভাল হওয়ার Theory শিক্ষা দেবেন না, সাথে Practical ও করাবেন।
১১. উদাহরণ সৃষ্টি করুন। নিজে একটি ভাল কাজ করুন এবং তাকে উপলব্ধি করার সুযোগ দিন।
১২. সন্তান ও স্ত্রী বা স্বামীকে সবসময় সালাম দিন। এছাড়া খালি বাসায় ঢুকেও সালাম দিন কারণ ঘরে রহমতের ফেরেশতা থাকে।
১৩. সবাই মিলে একসাথে নিয়মিত ইসলামিক ডিভিডি দেখুন।
১৪. Internet এ সব সময় সপরিবারে Peace TV দেখার চেষ্ট করুন।
১৫. সন্তানকে সাথে নিয়ে নিয়মিত জামাতের সাথে নামাজ পড়ুন এবং যথেষ্ট সময় দেয়ার চেষ্টা করুন।
১৬. সবসময় খোজ-খবর রাখুন কোথায় কোন ইসলামিক প্রোগ্রাম হচ্ছে এবং সপরিবারে যোগ দিন।

---- সম্পাদক

After 1st Page .....

Islamic Course Can Build Your Kid's Character

Vision & Purpose:

The **vision** of AlMaghrib Institute is to become the largest and most beneficial learning system in the history of Ummat Muhammad, sal Allahu alayhi wa sallam. We envision our learning system entering every nation of the world, and being accessible to all people who seek to gain a deeper understanding of Islam. In each place it enters, AlMaghrib Institute will build sincere, dedicated and brilliant students of knowledge who will go on to become leaders, bringing their communities to new heights. History will look back on AlMaghrib Institute's pioneering work as being the driving force that awakened the Ummah giant.

Our **purpose** is to provide trademark double-weekend university-style seminars carrying students toward a bachelor's degree in the Islamic Studies.

Our **focus** is on providing this service with on-location instruction filled with visual splendor, activities, and rich lectures prepared well in advance by AlMaghrib certified instructors.

Our **standard** is that with each double-weekend seminar, our students will learn more in the six days of AlMaghrib instruction than they have learned in the last six years of their own personal, independent study in that specific subject area.

Our **work ethic** is to demand more from our students, instructors, volunteers and staff than anyone else would.

Our **method** is to make higher Islamic education easily digestible and entertaining, while never sacrificing quality and depth. By these means, AlMaghrib Institute students will cherish the knowledge they attain and utilize it in the most fruitful and beneficial way.

Ultimately, the purpose of AlMaghrib Institute is to make people better Muslims and bring people closer to Allah, and thereby, equip them to service their communities and humanity at large.

Style & Method:

On an abrasive piece of construction paper, list the things concerning halaqahs and Islamic classes that have always annoyed you. After completing this task, take that paper and gleefully trash it into the recycling bin. This is what we did when founding AlMaghrib Institute. The list we threw out contained such things as:

- Unprepared teachers merely reading out of a book
- Limited or no use of technology
- Deathly boring lecture format with no engaging hands-on activities
- No assignments or exams to make sure the students understood the material
- Both teacher and student sitting on wooden stools and frowning all class long
- All courses are available in Toronto.

Enroll Now:
www.almaghrib.org

"অতএব সলাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ কর।"
(সূরা হাজ্জ ঃ৭৮)

সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ e-mail এ জানালে আগামী সংখ্যায় তা প্রতিফলিত হবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

For your feedback please contact...

Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman
Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
Published by: Institute of Social Engineering (ISE), Canada
Phone: 647-280-9835, Email: themessagecanada@gmail.com, www.themessagecanada.com